بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবনের অন্যান্য দিক, বনু কায়নোকা যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনা এবং হামাস ও ইসরাঈলের মধ্যবর্তী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় দোয়ার আবেদন।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

মহানবী (সাঃ) এর জীবনচরিত সম্পর্কেআলোচনা চলছে। মহানবী (সা.)-এর কন্যা ও জামাতাকে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার বিষয়ে তাগিদ দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাতে মহানবী (সা.) তাদের বাড়িতে যান এবং বলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ নামায পড় না? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের প্রাণ তো খোদাতা'লার কাছে। খোদাতা'লা যখন চান তখন আমরা উঠি আর নামায পড়ি। একথা শুনে মহানবী (সা.) কিছু না বলে ফিরে যেতে যেতে বলেন, অধিকাংশ মানুষ বড়ই ঝগড়াটে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন, একদা হযরত আলী (রা.) এমন উত্তর দিয়েছিলেন যন্মধ্যে আলোচনা ও প্রত্যুত্তরের ভঙ্গি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) রাগান্বিত ও অসুন্তষ্ট হওয়ার পরিবর্তে এমন সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন যে, হযরত আলী (রা.) হয়তো জীবনের শেষ পর্যন্ত এর মাধুর্য উপভোগ করেছিলেন। তিনি (রা.) যে স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন তা তো কেবলমাত্র তাঁরই অধিকার ছিল। এমনকি মহানবী (সা.) এর এই অপছন্দের অভিব্যক্তি জেনে অদ্যাবধি প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তি বিস্মিত। তিনি (রা.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এই যৎসামান্য কথার মধ্যে এতটাই উপকারিতা ছিল যে, অন্য কারোর একশত আলোচনা দ্বারাও তাঁর (সা.) দশমাংশ পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব ।

তিনি (রা.) বলেন, এই হাদিস হতে আমরা এমন অনেক বিষয় জানতে পারি যা মহানবী (সা.) এর নৈতিকতার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে এবং এখানে সেগুলো উল্লেখ করা সঙ্গত মনে হয়। সর্বপ্রথম জানা যায় যে, তিনি (সা.) ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি (সা.) রাতের বেলা

ঘুরে ঘুরে নিকট আত্মীয়দের সংবাদ নিতেন। অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেরা পুণ্যকর্ম করে বা লোকদেরকে পুণ্যের উপদেশ প্রদান করে, কিন্তু নিজের বাড়ির লোকদের সংশোধনের চেষ্টা করে না। তরবিয়াত এমন এক উচ্চ পর্যায়ের সারমর্ম তা যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর না থাকত, তাহলে তাঁর নৈতিকতার মধ্যে এক মূল্যবান জিনিসের অভাব থেকে যেত। কিন্তু তিনি (সা.) যেহেতু উচ্চ নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেহেতু এই সারমর্মও তাঁর মধ্যে বেশ ভালভাবেই বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় বিষয় হল, তিনি (সা.) যে শিক্ষাটি দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতেন তার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা থাকত। মাঝরাতে উঠে তার মেয়ে ও জামাতাকে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করার জন্য উৎসাহিত করার বিষয়টিও পূর্ণাঙ্গতার ইঙ্গিত দেয়। এই শিক্ষা যার প্রতি তিনি (সা.) মানুষকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন তার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। অন্যথায় যে ব্যক্তি জানেন যে, যে শিক্ষার অনুসরণ করা বা না করা সমান, এমতাবস্থায় তিনি তার সন্তানদের একান্ত গোপন সময়ে সেই শিক্ষা অনুসরণ করার পরামর্শ দিতে পারেন না।

তৃতীয় বিষয় হল, যা প্রমাণ করার জন্য এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করতেন এবং ঝগড়া বিবাদের পরিবর্তে ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে কাউকে তার ভুল সম্পর্কে অবগত করতেন। সেহেতু হযরত আলী (রা.) বলেন, অতঃপর আমি কখনো তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ে অলসতা প্রদর্শন করিনি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাহাজ্জুদ আদায়ের ব্যাপারে আমাদের এই ঘটনাটি স্মরণ করা উচিত। বিশেষতঃ ওয়াকফে যিন্দেগী, মুরুব্বীয়ান এবং কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। কেননা রাতের দোয়া আল্লাহ্তা'লার কৃপাকে অধিক আকৃষ্ট করে আর বর্তমানে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য এর প্রতি আমল করা অতি আবশ্যক।

এরপর হুযূর (আই.) বনু কায়নোকার যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২ হিজরীতে। মদীনায় ইসলামের আগমনের পর সেখানকার প্রধান দুটি গোত্র অওস ও খাযরাজ নিজেদের পারস্পারিক শত্রুতা ভুলে মিলেমিশে বসবাস করছিল, কিন্তু এটি ইহুদীদের পছন্দ হচ্ছিল না; তাই তারা বিভিন্ন সময় সুযোগ বুঝে একপক্ষকে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। এভাবে একদা অওস ও খাযরাজ গোত্রের মানুষদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ এমন স্তরে উন্নীত হয় যে, তারা যুদ্ধের প্রস্তুতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করলে ইহুদীদের অবাধ্যতা সামনে চলে আসে। ইহুদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গোত্রটি চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল তারা ছিল বনু কায়নোকা। বনু কায়নোকাদের দুষ্টামি সম্পর্কিত একটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার এক মুসলিম মহিলা বনু কায়নোকার বাজারে যায়। সেখানে কিছু দুষ্ট লোকেরা তাকে হেনস্তা করে। তাদের ঘৃণিত আচরণের ফলে উক্ত নিরপরাধ মহিলাটি নগ্ন হয়ে যায়। একজন মুসমান পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এই দৃশ্য দেখে সে একজন দুষ্ট ইহুদীকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে ফেলে। অতঃপর বাকি ইহুদীরা একত্রিত হয়ে সেই মুসলমানের উপর আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে। এই সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) ইহুদীদের বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা বোঝার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে হুমকি দিতে শুরু করে। এরপর ইহুদীরা সেখান থেকে চলে যায় এবং নিজেদেরকে দুর্গে আবদ্ধ করে নেয়। মহানবী (সা.) তাদের দিকে রওনা দেন। বনু কায়নোকা পনের দিন দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। এই অবরোধে বিরক্ত হয়ে ইহুদীরা মদীনা ছেড়ে চিরতরে চলে যাওয়ার অনুরোধ করে। মহানবী (সা.) ইহুদীদের এই বক্তব্য মেনে নেন এবং বনু কায়নোকাকে মদীনা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

বনু কায়নোকার যুদ্ধকাল সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। ওয়াকিদী ও ইবনে সাদ বলেন শাওয়াল দুই হিজরিতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে ইসহাক এবং ইবনে হিশাম একে সুওয়াইকের যুদ্ধের পরের ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা অবশ্যই দুই হিজরির জিলহজ্জ মাসের শুরুতে সংঘটিত হয়েছিল। হাদিসের একটি বর্ণনায় এই ইশারাও পাওয়া যায় যে, হযরত ফাতেমা (রা.) এর রুখসাতানার পর বনু কায়নোকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

খুতবার শেষে আগামীতেও এই খুতবার ধারা অব্যাহত থাকবে বলার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) পুনরায় বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে নিরপরাধ ফিলিস্তিনিরা নারী ও শিশুসহ শহীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমানে যুদ্ধাবস্থা যতটা ভয়ঙ্কর হচ্ছে এবং ইজরায়েলের কার্যক্রম এবং পরাশক্তিগুলো যে কৌশল অবলম্বন করছে এর মাধ্যমে অতি সত্তর বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। কিছু ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাশিয়া, চীন এবং কিছু পশ্চিমা বিশ্লেষক এখন খোলাখুলি বলতে এবং লিখতে শুরু করেছেন যে, এই যুদ্ধের পরিধি এখন বিস্তৃত হচ্ছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি নীতি গ্রহণ করা না হলে বিশ্ব ধ্বংস হবে। এই সব কিছুই সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার হচ্ছে। সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আপনাদের সকলের সামনে। সেহেতু আহ্‌মদীদের উচিত নামাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, অলসতা প্রদর্শন করা এবং এ জন্য প্রত্যেক নামাজে কমপক্ষে একটি সেজদাতে দোয়া করা। পশ্চিমা বিশ্ব তথা বিশ্বের যে কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ন্যায়বিচারকে কাজে লাগাতে হবে। আহ্‌মদীদের এ বিষয়ে তর্কে জড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই যে, কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ভালো আর কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মন্দ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করবে না সেও বিশ্বকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপের জন্য দায়ী হবে। অতএব, নিজ নিজ গণ্ডিতে দোয়ার পাশাপাশি বোঝানোর চেষ্টা করুন যে, অত্যাচার বন্ধ কর। কোন আহ্‌মদীর যদি কারো সাথে সুসম্পর্ক থাকে তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলুন।

ইজরায়েলিরা প্রতিশোধের কথা বলে হামাসকে নিঃশ্বেষ করে দিতে চায়। কিন্তু এই প্রতিশোধ এখন সকল সীমা অতিক্রম করেছে। যে পরিমাণ ইজরায়েলি প্রাণহানির কথা বলা হয়েছে, তার বিপরীতে চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি নিরীহ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। যদি হামাসকে নির্মূল করার লক্ষ্য হয়, তবে তাদের সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ হোক। কেন নারী ও শিশুদের টার্গেট করা হচ্ছে? একইভাবে জল, খাবার ও চিকিৎসার ন্যায় মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই সরকারগুলোর মানবাধিকার ও যুদ্ধের নীতির সব দাবি এখানেই সমাপ্তি। কেউ কেউ লোক এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যেমন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্প্রতি বলেছেন, যুদ্ধ করতে হলে যুদ্ধের নীতিমালা সামনে রাখতে হবে, নিরপরাধ নাগরিকদের নিপীড়ন করা উচিত নয়। জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবও বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। ইজরায়েলি সরকার এ নিয়ে শোরগোল শুরু করলে পরাশক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধানরা যারা নিজেদেরকে শান্তির মহান চ্যাম্পিয়ন মনে করেন তারা জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের সমর্থনে কিছু বলেননি, বরং অসম্মতি প্রকাশ করেন। যাইহোক, পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর হতে চলেছে।

পশ্চিমা মিডিয়াগুলো একপক্ষের সংবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচার করছে এবং অন্যপক্ষের সংবাদকে সংক্ষেপে প্রচার করছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া একজন মহিলা বলেছিলেন যে, কারাগারে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই খবরকে এক পাশে রেখে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই বিবৃতি যে, হামাসের কারাগার নরক সদৃশ তাকে ব্রেকিং নিউজ হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ন্যায়বিচার হল, সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সর্বসম্মুখে উপস্থাপন করা এবং অতঃপর বিশ্বকে নিজেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেওয়া।

অতএব, এমতাবস্থায় আমাদের দোয়ার প্রতি অনেক পরিমাণে জোর দেওয়া উচিত।

প্রত্যেকে প্রত্যেকে গণ্ডির মধ্যে থেকে দোয়ার পাশাপাশি চেষ্টা করতে হবে। মুসলিম নিপীড়িতদের জন্য দোয়া করুন এবং মুসলিম সরকারগুলির দ্বারা তৈরি একটি ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার জন্যও দোয়া করুন। মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আমাদের বিশেষ বেদনা অনুভব করা উচিত। যদিও তারা আমাদের যাতনা দেয়, তথাপি আমরা তো সেই প্রতিশ্রুত মসীহের বিশ্বাসী যিনি তাঁর (আ.) ফারসি কবিতায় এই অনুভূতি প্রকাশ করে বলেছিলেন, হে হৃদয়! তুমি এই সকল মানুষদের খেয়াল রেখ, সর্বোপরি তারা তো আমার নবী (সা.) কে ভালবাসে বলে দাবি করে। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে আমাদেরকে মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্‌তা’লা আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু’মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না’ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ’মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া’মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ’তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা’আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ’উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
27 October 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —